প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং বাজেট/৬-৯২/৩১৯(১০৬) তারিখঃ ১৯-২-৯৪

প্রতি

বিষয়: **সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ ওয়াসা (পানি)/গ্যাস বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাইতেছে, সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অনেকেই (যাহারা বিদ্যুৎ ওয়াসা (পানি)/গ্যাস ব্যবহারে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত নহেন) নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিল পরিশোধ করিতেছেন না। অন্যদিকে ঐ সমস্ত বকেয়া বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সরকারি বিলের সঙ্গে একত্রে হিসাব করিয়া পরিশোধের জন্য অনবরত তাগিদ দিয়া আসিতেছে। ফলশ্রুতিতে বিরাট অংকের বেসরকারি বিল সরকারি বিলের সহিত ক্রমাগত যুক্ত হইতেছে যাহা অনাকাজিত। সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী অফিসার/কর্মচারিগণ বিল পরিশোধ না করিবার কারণেই এমনটি ঘটিতেছে যাহা কোনক্রমেই কাম হইতে পারে না কেননা বেসরকারি বিল সরকারি অর্থ দ্বারা পরিশোধের কোন অবকাশ নাই।

বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ইউনিটের সরকারি বাসভবন বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ/ওয়াসা (পানি)/গ্যাস ইত্যাদি। বিল পরিশোধের বিষয়টি (বকেয়াসহ) ইউনিট প্রধানগণ স্বয়ং তদারকি ও প্রত্যক্ষ করিবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে অন্যত্র বদলীর প্রাক্কালে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট উল্লেখিত কোন বিল পাওনা নাই। প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইমারত শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে।

আলোচ্য পত্রের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।।

স্বাক্ষর
(চৌধুরী কামরুল আহসান)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অর্থ)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ২৪১৬১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
[প্রবিধান ২০৩ পঠিতব্য]

স্মারক নং-এস/১৬২৩ (১০৩) তারিখঃ ০৫-০৫-৯৪

প্রাপক,
৮। পুলিশ সুপার, ঢাকা।
বিষয়ঃ **বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রসঙ্গে।**

পিআরবি প্রথম খণ্ড বিধি ২০৩ মোতাবেক থানা/পুলিশ ফাড়ির ভিতর ও বাহির সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার বিধান রহিয়াছে। মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠান শেষে ইউনিট প্রধানগণ কর্তৃক পুলিশ লাইনসহ জেলা শহরের সকল পুলিশ ইউনিটসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু উল্লেখিত বিধান/নিয়ম যথারীতি পালিত হইতেছে না।

আদিষ্ট হইয়া জানানো যাইতেছে, বিধি মোতাবেক প্রতিদিন থানা/পুলিশ ফাড়ির পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাসহ সকল পুলিশ ইউনিটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে মাননীয় আইজিপি মহোদয় প্রতি সপ্তাহের "শুক্রবারকে পুলিশ ইউনিট-এর জন্য "পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দিবস হিসাবে পালন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐদিন পুলিশ ইউনিটসমূহের ভিতর ও বাহিরের এবং আশপাশের খালি জায়গাসহ সকল জিনিসপত্র, যানবাহন, আসবাবপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ইউনিট প্রধান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পুলিশ ফাড়ি ও থানাসহ সকল পুলিশ ইউনিটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রতি শনিবার পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন বহিতে যথার্থ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন। মর্মে তিনি সদয় নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

মাননীয় আইজিপি মহোদয়ের সদয় নির্দেশ মোতাবেক পুলিশ ইউনিটসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইল। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারা অব্যাহত রাখিতে এবং আপনার অধীনস্থ সকল ইউনিটসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরতঃ একটি প্রতিবেদন আগামী ৩০ জুনের মধ্যে অত্র পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এ প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

স্বাঃ
(এম. এ. খালেক)
ডিআইডি অব পুলিশ (প্রশাসন)।
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/২০১০ (৭৭) তারিখঃ ১০-০৫-৯৪

বিষয়ঃ **কোর্ট কমেন্টের উপর কর্মকর্তাগণের এসিআর-এ (পরিদর্শক পর্যন্ত) লিপিবদ্ধকরণ এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ ২৮-৪-৯৪ তারিখ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এ অনুষ্ঠিত পাক্ষিক অপরাধ পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত।

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, বিচারাধীন মামলায় তদন্তের মান, মামলা পরিচালনার মান এবং সাক্ষী (পুলিশ অফিসার) হাজিরা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত প্রদত্ত রায়ে/অর্ডার শীটে পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে ভাল/বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সকল ইউনিট প্রধানগণ পিআরবি-এর ২৭ ও ২৮ বিধি মোতাবেক কোর্ট কমেন্ট রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ভাল/বিরূপ মন্তব্য উভয় ক্ষেত্রে ইউনিট প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের এসিআর-এ (পরিদর্শক পর্যন্ত) লিপিবদ্ধ করিবেন।

ইহা ব্যতীত কোর্টের বিরূপ মন্তব্যের উপর তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(মুহ, আবদুল হান্নান খান)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং ইন্টারপোল/১৭-৯৪/১২৮ (৯৮) তারিখঃ ১৬-৫-৯৪

প্রতি ।

বিষয়ঃ **বাংলাদেশে ইন্টারপৌলের কার্যক্রম প্রসঙ্গে।**

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মাত্রা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীরা এক দেশে অপরাধ সংঘটনের পর অন্য দেশে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে অপরাধীদের কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক

অপরাধ পুলিশ সংস্থা (ইন্টারপোল) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। ইহার প্রধান কার্যালয়। ফ্রান্সের লীয়ন শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৭৬ সালে উক্ত সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে উক্ত সংস্থার সদস্য দেশের সংখ্যা ১৭৪। বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভের পর হইতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এ ইন্টারপোল শাখা কাজ করিয়া আসিতেছে। ডিআইজি (হেডকোয়াটার্স প্রশাসন) ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)-এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্টারপোলের সদস্য দেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে অপরাধ/অপরাধী সম্পর্কে সংবাদ আদানপ্রদান এবং কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে পলাতক অপরাধীদের ধৃতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ ইন্টারপোলের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করিয়া প্রাপ্য। সকল সুবিধাদির সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের সকল সদস্য দেশ হইতে নিয়মিতভাবে অধিক সংখ্যক হারে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদন চাওয়া হইয়া থাকে।

আইজিপি মহোদয়ের সাম্প্রতিক ফ্রান্স সফরের সময়ে ইন্টারপোল সদর দফতর। পরিদর্শনকালীন বাংলাদেশের অতি নগণ্য সংখ্যক পত্রালাপ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আইজিপি মহোদয় বিগত পাক্ষিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশে ইন্টারপোল-এর কার্যক্রমের বিষয়টি বিশদভাবে রিভিউ করিয়াছেন এবং ইন্টারপোলের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহারকরণের জন্য অধিক হারে পত্রালাপ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টারপোলের সদস্যদের সহিত পত্রালাপ করা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(ক) কোন ঘটনা অনুসন্ধানে বা মামলা তদন্তের প্রয়োজনে অন্য সদস্য দেশ হইতে কোন তথ্যাদি জানার প্রয়োজন দেখা দিলে।

(খ) কোন মামলায় বিদেশী নাগরিক জড়িত থাকিলে কিংবা গ্রেফতার হইলে তাহার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট দেশে রেকর্ড রাখিবার জন্য মামলার বিবরণ ও আসামী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণপূর্বক পত্রালাপ ।

(গ) ইহা ব্যতীত মানবিক কারণে মৃতদেহ উদ্ধার ও সনাক্তকরণ, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানিতে চাওয়া এবং এই বিষয়ে প্রাপ্য তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য পত্রালাপ।

প্রতিক্ষেত্রেই সংবাদ যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুসন্ধানের/তদন্তের সুবিধার্থে সঠিক তথ্যাদি প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ইন্টারপোল সংক্রান্ত যেকোন তথ্যাদি জানিবার প্রয়োজন হইলে সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (ইন্টারপোল)/অপরাধ-এর সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।।

স্বাঃ
(মুহ. আবদুল হান্নান খান)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (ইন্টারপোল)

বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ২৪১৪১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৯৩৮-৯৩/সাধারণ-৭৬/৩৬৪৫ (৭৬) তারিখঃ ২৫-৮-৯৪

বিষয়ঃ **নিয়মিত মামলার তদন্ত শেষে নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান প্রসঙ্গে।**

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, ঋজুকৃত মামলার সফল প্রসিকিউশনের উদ্দেশ্যে ইহার সুষ্ঠু তদন্ত বাঞ্ছনীয় । তদন্ত চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে উধ্বতন। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক মামলার তদন্ত তদারকি সঠিকভাবে পরিচালনা করিয়া থাকেন। নিজ নিজ ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির তদন্ত/তদারকি ইউনিট প্রধানগণই করেন। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ প্রধানদের পক্ষে সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির তদন্ত তদারকি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তদন্ত শেষে সফল প্রসিকিউশনের স্বার্থে মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক জেলা পুলিশ সুপারগণ নিষ্পত্তির আদেশ দান করিলে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারগণ ঐ সকল মামলার উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন। বিষয় সংক্রান্ত গত ২৭৬/৯৪ তারিখে পাক্ষিক সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এই প্রসঙ্গে পিআরব্বির বিধি ৬৫(বি) পর্যালোচনা করা হয়। এই বিধি মোতাবেক দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ মামলাগুলির সকল নথিপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারগণ কর্তৃক পর্যালোচনার বিধান আছে।

এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন হইতে দায়রা আদালতে বিচার্য মামলাগুলির তদন্ত সংক্রান্ত সকল নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারগণ এবং মহানগর পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আদেশ দিবেন। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আদেশদানের পূর্বে তাহারা অবশ্যই তদন্ত তদারকি কর্মকর্তার মতামত লিখিতভাবে গ্রহণ করিবেন।

নির্দেশিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হইল।

এই বিষয়ে পূর্বে জারিকৃত স্মারক নং অপরাধ/৯৩৮-৯০/সাধারণ-৭৬/৪৫৯৭ (৭০) তারিখঃ ২৩-১২-৯৩ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(মুহ. আবদুল হান্নান খান)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ২৪১৪১৪